APR. 13 2002

ভোরের কাগজ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সৈয়দপুর তুলসীরাম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ভবনের জরাজীর্ণ অবস্থা

প্লাস্টার খসে পড়ছে, ক্লাস হচ্ছে আতঙ্কের মধ্যে

তোফাজ্জল হোসেন লুতু, সৈয়দপুর থেকে : ঐতিহ্যবাহী সৈয়দপুর তুলসীরাম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ভবনটি এখন মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। জরাজীর্ণ এ ভবন যেকোনো মুহূর্তে ধসে পড়ে ঘটতে পারে মারাত্মক দুর্ঘটনা।

১৯১৩ সালে সৈয়দপুর শহরের চাঁদনগর এলাকায় ৫ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টির নিজস্ব পাকা ভবন ও বাউন্ডারি দেয়াল নির্মাণ করা হয় ১৯৫৬ সালে। এরপর দীর্ঘ ৪৬ বছর অতিবাহিত হলেও অদ্যাবধি হয়নি ভবনটির সংস্কার কাজ, নেওয়া হয়নি কোনো উদ্যোগও। অবশ্য ১৯৯৩ সালে সরকারি ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের অধীনে বিদ্যালয়ের তিন কক্ষবিশিষ্ট একটি বিজ্ঞান ভবন নির্মিত হয়েছে।

ফলে বিদ্যালয় ভবন হয়ে পড়েছে জরাজীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ। ভবনের ছাদের প্লাস্টার খসে লোহার রড বের হয়ে পড়েছে। পলস্তারা অহরহ খসে পড়ছে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের মাথায় ওপরেও। এর ফলে ইতিপূর্বে বেশ কজন ছাত্রী আহতও হয়েছে। সামান্য বৃষ্টি হলেই বিদ্যালয় ভবনের ছাদ চুইয়ে পড়ে পানি।

এ জন্য সুষ্ঠুভাবে ক্লাস নেওয়া সম্ভব হয় না। অনেক সময় বৃষ্টির পানি পড়ে ছাত্রীদের কাপড়-চোপড়, মূল্যবান বইপত্র, নোট ও অফিসের গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ভিজে নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়াও পুরোনো এ বিদ্যালয় ভবনটির বিভিন্ন অংশসহ বাউন্ডারি দেয়ালে বড়ো বড়ো ফাটল দেখা দিয়েছে।

বিদ্যালয়ের প্লাস্টার ধসে পড়া ছাদ —ভোরের কাগজ

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা তাজুন নাহার রহমান দুঃখ করে এ প্রতিনিধিকে জানান, বিদ্যালয়টির পুরোনো ভবনের জরাজীর্ণ অবস্থা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অনেক লেখালেখি করেছি। কিন্তু আজো কোনো ফল হয়নি। ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের কর্মকর্তাও একই অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আরো জানান, তুলসীরাম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ন্যায় সৈয়দপুর শহরের আরো বেশ কটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবনের সংস্কার জরুরি হয়ে পড়েছে।

আগামী বর্ষা মৌসুমের আগেই এসব জরাজীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ ভবন সংস্কার ও মেরামত করা না হলে সেগুলোতে আর ক্লাস করানো সম্ভব হবে না। লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ ও ছাত্রী-শিক্ষকদের মূল্যবান জীবনের কথা বিবেচনায় এনে বিদ্যালয় ভবনের সংস্কার প্রয়োজন বলে এলাকাবাসীর অভিমত।